''ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস - সদা উৎসাহ আর উদ্দীপনা''

আজ ত্রিমূর্তি শিব বাবা সকল বাচ্চাদেরকে বিশেষ ত্রি-সম্বন্ধের দিক থেকে দেখছেন। সবথেকে প্রথমে প্রিয় সম্বন্ধ হলো সর্ব প্রাপ্তির মালিক উত্তরাধিকারী (আরবি শব্দ ওয়ারিশ) তোমরা, উত্তরাধিকারীর সাথে সাথে ঈশ্বরীয় বিদ্যার্থীও তোমরা, তার সাথে প্রতি কদমে ফলো করতে থাকা, সদ্গুরুর প্রিয় হলে তোমরা। ত্রিমূর্তি শিব বাবা বাচ্চাদেরও এই তিন সম্বন্ধ বিশেষ রূপে দেখছেন। এমনিতে তো সর্ব সম্বন্ধ পালনের অনুভবী আত্মা তোমরা, কিন্তু আজ বিশেষ তিন সম্বন্ধ দেখছেন। এই তিন সম্বন্ধ সকলের কাছেই প্রিয় । আজ বিশেষ ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী পালনের উৎসাহে সকলে ছুটে ছুটে এসে পৌঁছে গেছে। বাবাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছো নাকি বাবার থেকে অভিনন্দন নিতে এসেছো? দুটি কাজই করতে এসেছো। যখন নামই হলো শিব জয়ন্তী বা শিব রাত্রি, তো ত্রিমূর্তি কী প্রমাণিত করে? প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা কী করেন? তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। তাদেরই তারপর পালন (পালনা) হয়। তো ত্রিমূর্তি শব্দ প্রমাণিত করে যে, বাবার সাথে সাথে তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাও রয়েছে। একা একা বাবা কী করবেন! সেইজন্য বাবার জয়ন্তী তথা তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বাচ্চাদেরও জয়ন্তী । তো বাবা বাচ্চাদেরকে এই অলৌকিক দিব্য জন্মের বা এই ডায়মন্ড জয়ন্তীর পদ্মাপদম গুণ অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমাদের সকলের অভিনন্দনের পত্র, কার্ড বাবার কাছে পৌঁছেই গেছে আর এখনও অনেক বাচ্চারা অন্তর থেকে অভিনন্দনের গীত গাইছে, দূর থেকেই হোক অথবা সামনে উপস্থিত থেকে। দূরে যারা রয়েছে তাদের অভিনন্দনের সঙ্গীতও কানে ভেসে আসছে। রিটার্নে বাপদাদাও দেশ-বিদেশের সকল বাচ্চাদেরকে পদম-পদম অভিনন্দন জ্ঞাপন করছেন।

এ তো তোমরা সব বাচ্চারাই জানো যে, ব্রাহ্মণ জীবনে যে কোনো উৎসব পালন করা অর্থাৎ সদা উৎসাহ-উদ্দীপনা পূর্ণ জীবন নির্মাণ করা। ব্রাহ্মণদের অলৌকিক ডিক্শেনারীতে পালন করার অর্থই হলো নির্মিত হওয়া। সুতরাং কেবলমাত্র আজকে উৎসব পালন করবে নাকি উৎসাহ পূর্ণ জীবন গঠন করবে? যেমন এই স্থূল দেহে শ্বাস আছে তো জীবন আছে। যদি শ্বাস চলে যায় তবে জীবন কী হবে? অবসান। সেই রকমই ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো সদা উদ্দীপনা আর উৎসাহ। ব্রাহ্মণ জীবনে প্রতিটি সেকেন্ডে উৎসাহ-উদ্দীপনা নেই তো ব্রাহ্মণ জীবনই নেই। শ্বাসের গতিও নর্মাল হওয়া চাই। যদি শ্বাসের গতি অত্যন্ত দ্রত হয়ে যায়, তবে সেটাও যথার্থ জীবন নয় আর যদি স্লো হয়ে যায় তবেও যথার্থ জীবন বলা যাবে না। হাই প্রেশার অথবা লো প্রেশার হয়ে যায় তাই তো? তো তাকে নর্মাল জীবন বলা যায় না। তো এখানেও চেক করো যে, 'আমার ব্রাহ্মণ জীবনে উৎসাহ-উদ্দীপনার গতি নর্মাল আছে? নাকি কখনো খুব ফাস্ট, কখনো স্লো হয়ে যায়? একরস থাকে? একরস হওয়া উচিত তাই না? কখনো বেশী, কখনো কম সেটা তো ঠিক নয়, সেইজন্য সঙ্গমযুগের প্রতিটি মুহূর্ত হলো উৎসব। এটা তো বিশেষ মনোরঞ্জনের জন্য উদযাপন করে, কেননা ব্রাহ্মণ জীবনে আর কোথায় গিয়ে মনোরঞ্জন করবে? এখানেই তো উদযাপন করবে তাই না? কোনো বিশেষ সাগরের তীরে বা বাগানে অথবা ক্লাবে তো চলে যাবে না! এখানেই সাগরের তীরও আছে, বাগান আছে তো ক্লাবও রয়েছে। এই ব্রাহ্মণ ক্লাসই তো ভালো তাই না? তো ব্রাহ্মণ জীবনের শ্বাস হলো উৎসাহ-উদ্দীপনা। শ্বাসের গতি ঠিক আছে তো নাকি কখনো কখনো নীচে-উপরে হয়ে যায়? বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চাকে চেক করতে থাকেন। এটা কানে লাগিয়ে চেক করতে হয় না। আজকাল তো সায়েন্সও অটোমেটিক সব কিছু বের করেছে।

তো শিব জয়ন্তী বা শিবরাত্রি দুয়ের রহস্যকে ভালো ভাবে বুঝে গেছো তো না? দুটোর রহস্যও নিজেরাও জেনে গেছো আর অন্যদেরকেও সুস্পষ্ট ভাবে বোঝাতে পারবে। কারণ বাবার জয়ন্তীর সাথে তোমাদেরও জয়ন্তী। নিজের বার্থ ডে (জন্মদিন) এর রহস্য তো বোঝাতে পারবে, তাই না? স্মরণিককে তো ভক্তরা অত্যন্ত ভাবনার সাথে উদযাপন করে। কিন্তু তফাৎ হলো এটাই যে, তারা শিব রাত্রিতে প্রতি বছর ব্রত রাখে আর তোমরা তো পিকনিক করে থাকো। কারণ তোমরা সকলে জন্মের সাথে সাথেই চিরকালের জন্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ জীবনের জন্য একবার ব্রত ধারণ করে নিয়েছো। সেইজন্য বারে বারে করতে হয় না। তাদেরকে প্রতি বছর ব্রত রাখতে হয়। তোমরা সকল ব্রাহ্মণ আত্মারা জন্ম নিয়েই এই ব্রতকে নিয়ে নিয়েছো যে, আমরা সদা সমান আর সম্পূর্ণ থাকবো। এই পাক্কা ব্রত নিয়েছো নাকি একটু কাঁচা, একটু পাকা...? যখন আত্মা আর পরম-আত্মার সম্বন্ধ হলো অবিনাশী, তাহলে ব্রতও তো অবিনাশী তাই না? দুনিয়ার মানুষ কেবল খাবার আর পানীয়ের ব্রত (নির্জলা উপবাস) রাখে, এ'সবের দ্বারা কী সিদ্ধ করা হয়? তোমরা তোমাদের ব্রাহ্মণ জীবনে

চিরকালের জন্য আহার আর পানীয়েরও ব্রত নিয়েছো তাই না? নাকি এতে ফ্রি, যা ইচ্ছা তাই খাওদাও? পাক্কা ব্রত নিয়েছো নাকি "কখনো কখনো খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে ব্রত ভঙ্গ করো? কখন সখনো বানানোর সময় নেই, কিছু একটা বাইরে থেকে আনিয়ে নিই"? একটু আধটু শিথিল করে দাও? দেখো, তোমাদের ভক্তরা ব্রত রাখছে। হয়ত সেটা বছরে একবার, কিন্তু মর্যাদাকে পালন তো করছে তারা। তাহলে যখন তোমাদের ভক্ত ব্রততে পাক্কা, তাহলে তোমরা কতটা পাক্কা? পাক্কা তোমরা? নাকি কখনো কখনো একটু নিয়মকে শিথিল করে দাও যে চলো কালকে ভোগ লাগাবো, আজকে থাকুক। এও আজ তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ আত্মাদের জীবনের অসীমিত ব্রতের স্মরণিক তৈরী হয়ে রয়েছে।

বিশেষ এই দিনে পবিত্রতারও ব্রত রাখা হয়। এক তো পবিত্রতার ব্রত রাখে, দ্বিতীয় হলো আহার-পানীয়ের ব্রত রাখে, তৃতীয় হলো সারাদিন কাউকেই কোনো ভাবেই দুঃখ বা ধোঁকা দেবো না, এই ব্রতও রাখে। কিন্তু তোমাদের এই ব্রাহ্মণ জীবনের ব্রত হল অসীম জগতের, তাদের হলো এক দিনের। পবিত্রতার ব্রত তো ব্রাহ্মণ জন্মের সাথে সাথেই ধারণ করে নিয়েছো তাই না? কেবল ব্রহ্মচর্য নয়, বরং পাঁচটি বিকারের উপরেই বিজয় হলে তবেই তাকে বলা হবে পবিত্রতার ব্রত। তাহলে ভেবে দেখো পবিত্রতার ব্রততে কতদূর সফল হয়েছো? যেমন ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ কাম মহাশত্রুকে নিজের জীবনের জন্য বিশেষ অ্যাটেনশানে রেখে থাকো, সেই রকমই বাকি কাম মহাশত্রুর চার সাথী, সেগুলির প্রতিও এতটাই অ্যাটেনশন রেখে থাকো? নাকি সেগুলিকে ছাড় রয়েছে যে, প্রয়োজনে একটু আধটু রাগ দেখাতে হয়? এগুলোকে ছাড় দেওয়ার নয়, কিন্তু নিজের জন্য ছাড় দিয়ে দাও। দেখা গেছে যে, ক্রোধের যে ছেলেপুলে রয়েছে সেগুলিকে ছাড় দিয়ে দিয়েছে। ক্রোধ মহাভূতকে তো তাড়িয়েছো, কিন্তু তার যে ছেলেপুলে রয়েছে, সেগুলির প্রতি এখনও একটু আধটু স্নেহ রেখে দিয়েছে। ছোট বাচ্চাদেরকে যেমন ভালো লাগে, সেই রকম। ব্রত অর্থাৎ সম্পূর্ণ পবিত্রতার ব্রত। কোনো কোনো বাচ্চা বেশ সুন্দর সুন্দর কথা বলে থাকে। বলে "ক্রোধ আসেনি, কিন্তু আমাকে ক্রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কি করবো? আমার রাগ আসেনি কিন্তু অন্যরা রাগিয়ে দেয়।" বেশ মজার কথা বলে থাকে। বলে, তুমিও যদি সেই সময় থাকতে তবে তোমারও রাগ এসে যেতো। তো বাপদাদা কী বলবেন? বাপদাদাও বলেন, আচ্ছা, তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, কিন্তু এরপর আর করবে না।

শিবরাত্রির অর্থই হলো অন্ধকার দূর করে আলো নিয়ে আসা রাত। মাস্টার জ্ঞান-সূর্য প্রকট হওয়া - এটাই হলো শিব রাত্রি। তোমরাও মাস্টার জ্ঞান-সূর্য হয়ে বিশ্বের অন্ধকারকে দুর করে আলো নিয়ে এসে থাকো। যারা বিশ্বকে আলোকিত করে তোলে তারা নিজে তবে কী হবে? নিজেরা তো অন্ধকারে থাকবে না তাই না? প্রদীপের মতো তো নও? প্রদীপের নীচে অন্ধকার থাকে, উপরে আলো থাকে। তোমরা হলে মাস্টার জ্ঞান-সূর্য। তো মাস্টার জ্ঞান-সূর্য স্বয়ং হলো প্রকাশ স্বরূপ, লাইট-মাইট রূপ তার এবং অন্যদেরকেও লাইট-মাইট প্রদান করে থাকে। যে স্থান চির আলোকিত থাকে, সেখানে অন্ধকার থাকতেই পারে না। তো সম্পূর্ণ পবিত্রতা অর্থাৎ আলোক। অন্ধকার দূরকারী আত্মাদের কাছে অন্ধকার থাকতে পারে না।থাকতে পারে? আসতে পারে? চলো থাকবে না, কিন্তু এসে চলে যাবে এটা হওয়া সম্ভব? বিকারের কোনো অংশও যদি রয়ে যায়, তবে তাকে আলোকিত বলা হবে নাকি অন্ধকার বলবে? অন্ধকার সমাপ্ত হয়ে গেছে তো না? শিবরাত্রির চিত্র তোমরা তো দেখিয়ে থাকো, তাতে তোমরা কী দেখাও? অন্ধকার পালিয়ে যাচ্ছে নাকি একটু একটু থেকে গেলো? এই শিবরাত্রিতে বিশেষ ভাবে কী করবে তোমরা? কিছু করবে নাকি কেবল ধ্বজা উত্তোলন করবে? যেমন তোমরা সদা প্রতিজ্ঞা করে থাকো যে, আমরা এই এই গুলো করবো না... আর তারপরে সেই গুলোই করবে, এইরকম নয় তো? আগেও বলেছি যে, প্রতিজ্ঞার অর্থই হলো প্রাণ চলে যাক, কিন্তু প্রতিজ্ঞা না ভঙ্গ হয়। যেটাই ত্যাগ করতে হয় করবো, কথাও যদি শুনতে হয় শুনবো, তবু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবো না। এই রকম নয় যে, যখন কোনো সমস্যা নেই তখন তো প্রতিজ্ঞা ঠিক আছে, কিন্তু যখন কোনো সমস্যা এসে গেলো, সমস্যা শক্তিশালী হয়ে গেলো আর প্রতিজ্ঞা তার সামনে দুর্বল হয়ে পড়লো। তাকে প্রতিজ্ঞা বলা যাবে না। কথা দেওয়া মানে কথা দেওয়া। সুতরাং এই রকম প্রতিজ্ঞা মন থেকে করো, কেউ বলার পরে নয়। বলে যাকে করানো হয়, সেই সময় শক্তিশালী সংকল্প তো করে থাকে, বলে যাকে করানো হচ্ছে তার মধ্যে শক্তি তো থাকে, কিন্তু সর্ব শক্তি গুলি থাকে না। মন থেকে যখন প্রতিজ্ঞা করে থাকো তোমরা আর কার কাছে প্রতিজ্ঞা করছো? বাবার কাছে। তো বাবার প্রতি মন থেকে প্রতিজ্ঞা করা অর্থাৎ মনকে 'মন্মনাভব'ও বানানো আর মন্মনাভব'র মন্ত্র সদা যে কোনো পরিস্থিতিতে যন্ত্র হয়ে যায়। কিন্তু মন থেকে করলে তবেই সেটা হবে। মনের মধ্যেই আসবে যে, আমাকে এটা করতেই হবে। মনের মধ্যে যখন এই সংকল্প জন্মায় যে, চেষ্টা করবো, করতে তো হবেই ; তৈরী হতে তো হবেই ; এইভাবে না করলে তবে কী হবে ; কী করবো, তাই করেই ফেলো... একে বলা হয় একটু একটু বাধ্যবাধকতা। যে মন থেকে করে সে কখনও ভাববে না যে করতেই হবে...। বরং সে এটাই ভাববে যে, বাবা বলেছেন আর সেটা হয়েই রয়েছে। নিশ্চয় আর সফলতাতে নিশ্চিত হবে। এ হলো ফার্স্ট নম্বরের প্রতিজ্ঞা। সেকেন্ড নম্বরের প্রতিজ্ঞা হলো তৈরী তো হতে হবে, করতে তো হবেই, কী জানি কবে হবে। এই 'তো', 'তো'... করা অর্থাৎ তোতা হয়ে গেলো তাই না! বাপদাদার কাছে প্রত্যেকে কতো

কতো বার প্রতিজ্ঞা করেছে, ফাইল হয়ে রয়েছে। ফাইল অনেক বড় হয়ে গেছে। এখন আর ফাইল ভর্তি করা নয়, ফাইনাল করতে হবে। যখন কেউ বাপদাদাকে বলে যে, আমাদের প্রত্যেককে প্রতিজ্ঞার চিরকূট লেখান, তো বাপদাদার সামনে সমস্ত ফাইল এসে যায়। এখনও এই রকমই করবে? ফাইলে কাগজ অ্যাড করবে নাকি ফাইনাল প্রতিজ্ঞা করবে?

প্রতিজ্ঞা দুর্বল হওয়ার একটিই কারণ বাপদাদা দেখেছেন যে সেই একটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন রয়্যাল রূপে চলে আসে আর দুর্বল করে দেয়। সেই একটিই শব্দ হলো বডি-কনসাস এর 'আমি'। এই 'আমি' শব্দই ধোঁকা দিয়ে দেয়। 'আমি' এটা মনে করি, 'আমি'ই এটা করতে পারি, 'আমি' যেটা বলেছি সেটাই ঠিক, 'আমি' যেটা ভেবেছি সেটাই ঠিক। তো 'ভিন্ন ভিন্ন' রয়্যাল রূপে এই আমিত্ব ভাব প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করে দেয়। শেষ পর্যন্ত দুর্বল হয়ে হতাশা ব্যাঞ্জক শব্দ ভাবতে থাকে - আমি এতটা সহ্য করতে পারব না ; নিজেকে একেবারে এতটা নির্মান করে দেবো, এতটা তো করতে পারবো না ; এতখানি সমস্যা তো পার করতে পারবো না, খুব শক্ত। এই' আমিত্ব' ভাব দুর্বল করে দেয়। বেশ সুন্দর রয়্যাল রূপ এটা। নিজের লাইফে দেখো এই 'আমিত্ব' সংস্কারের রূপে, স্বভাবের রূপে, ভাব এর রূপে, ভাবনার রূপে, বোল এর রূপে, সম্বন্ধ-সম্পর্কের রূপে আর তা অতীব মিষ্টি রূপ ধরে আসে। শিবরাত্রিতে এই 'আমি' 'আমি'র বলি চড়ে। ভক্তরা বেচারা তো ছাগলের 'ম্যা ম্যা'... বলি চড়াতে থাকে। কিন্তু এই 'আমি' 'আমি'র (হিন্দি = ম্যা ম্যা) বলি চড়াও। স্মরণিক তো তোমাদের, কিন্তু পালন করছে অন্য রূপে। বলি চড়ে গেছো নাকি এখনও একটু 'আমিত্ব' ভাব এর বলি চড়া রয়ে গেছে? কী রেজাল্ট এলো? প্রতিজ্ঞা করতে হলে তবে সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞা করো। যখন বাবার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে, ভালোবাসায় তো সকলে পাশ। কেউ বলবে নাকি যে বাবার প্রতি ৭৫ শতাংশ ভালবাসা আছে, ৫০ শতাংশ ভালোবাসা আছে? ভালবাসার বিষয়ে সবাই বলবে ১০০ শতাংশেরও বেশি ভালবাসা রয়েছে। বাবাও বলেন যে, সকলেই বাবাকে ভালোবাসে, এতে সকলে পাশ। ভালবাসায় ত্যাগ আর কী জিনিস! তাই প্রতিজ্ঞা মন থেকে করো আর দৃঢ় করো। বারে বারে নিজেকে চেক করো যে, প্রতিজ্ঞা পাওয়ারফুল আছে নাকি পরীক্ষা পাওয়ারফুল? কোনো না কোনো পরীক্ষা প্রতিজ্ঞাকে দুর্বল করে দেয়।

ডবল বিদেশী তো প্রতিজ্ঞা করার ব্যাপারে খুব পটু তাই না? ভাঙতে নয় বরং জুড়তে নিপুণ তোমরা। বাপদাদা সকল ডবল বিদেশী বাচ্চাদের ভাগ্যকে দেখে প্রফুল্লিত হন। বাবাকে চিনে নিয়েছে এটাই হলো সবথেকে বড়'র চেয়েও বড় বিস্ময় সৃষ্টি করে ফেলেছে! দ্বিতীয় বিস্ময়টি হলো - ভ্যারাইটি বৃক্ষের ডালপালা হওয়া সত্ত্বেও এক বাবার চন্দন গাছের ডালপালা হয়ে গেছে! এখন তোমরা একটি গাছেরই ডালপালা। বিভিন্নতার মাঝেও একতা নিয়ে এসেছো। দেশ ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন, কালচার ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু তোমরা বিভিন্নতাকে একতাতে এনেছো। এখন সকলের কালচার কোনটা? সকলে ব্রাহ্মণ কালচারের। এটা কখনো বলবে না যে আমাদের বিদেশের কালচার এইরকম বলে ; কিম্বা ভারতীয়রা বলবে যে, আমাদের ভারতের কালচারে তো এই রকম হয়ে থাকে । না ভারত, না বিদেশ - ব্রাহ্মণ কালচার। তো ভিন্নতার মধ্যে একতা এটাই তো হলো বিস্ময়ের! আরও বিস্ময়কর কী করেছে? বাবার হয়ে গেছে তো সকল প্রকারের আলাদা আলাদা রীতি নীতি, দিনচর্যা ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক করে দিয়েছে। আমেরিকাতেই থাকো, কিম্বা লন্ডনে থাকো, যেখানেই থাকো না কেন, ব্রাহ্মণদের দিনচর্যা হলো একই রকম। নাকি অন্য রকম? বিদেশের দিনচর্যা আলাদা হবে, ভারতের আলাদা হবে, না। সকলেরই এক হবে। তো এই ভিন্নতার ত্যাগ এটাই হলো কামাল। বুঝেছো, কী কী কামাল করেছো? তোমরা যেমন বাবার জন্য গাও যে, বাবা কামাল করে দিয়েছেন! বাবা তখন গান - বাচ্চারা কামাল করে দিয়েছে । বাপদাদা দেখে-দেখে প্রফুল্লিত হতে থাকেন। বাবা প্রফুল্লিত হন আর বাচ্চারা খুশীতে নাচতে থাকেন।

সেবাও চতুর্দিকে বিদেশের, দেশের শুনতে থাকেন। দুটি সেবাতেই তোমরা রেস করছো। প্রোগ্রেস সকলে ভালোই করেছো আর আগেও করতে থাকবে। এই দৃঢ় সংকল্প ইউজ করেছো অর্থাৎ সফল করেছো। যত দৃঢ় সংকল্পকে সফল করতে থাকবে ততই সহজে সফলতার অনুভব করতে থাকবে। কখনো এই রকম ভাববে না যে এটা কী করে হবে? 'কী করে'র পরিবর্তে ভাবো যে 'এই ভাবে' হবে। সঙ্গমযুগের বিশেষ বরদানই হলো অসম্ভবকে সম্ভব করা। তাহলে 'কী করে' এই শব্দটাই আসতে পারবে না। এটা হওয়া শক্ত, না। নিশ্চয় রেখে চলো যে, এটা হয়েই রয়েছে, কেবল প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে আসতে হবে। এটা রিপিট হতে হবে। আগেই বানানো রয়েছে, যেটা বানানো রয়েছে, সেটাকে বানানো অর্থাৎ রিপিট করা। একে বলা হয় সহজ সফলতার আধার। দৃঢ় সংকল্পের খাজানাকে সফল করো। বুঝেছো? কী হবে, কী করে হবে। না। হবে আর সহজে হবে! সংকল্পের দোলাচল তো আছেই, সেটা সফলতাকে দোলাচলে নিয়ে যাবে। আচ্ছা!

চতুর্দিকের সদা উৎসব উদযাপনকারী, সদা উৎসাহ-উদ্দীপনাতে উড়তে থাকা, সদা সম্পূর্ণ প্রতিজ্ঞার পাত্র অধিকারী আত্মারা, সদা অসম্ভবকে সহজে সম্ভব করতে পারা, সদা সব রকমের পরীক্ষাকে দুর্বল করে প্রতিজ্ঞাকে পাওয়ারফুল বানাতে সক্ষম, সদা বাবার ভালবাসার রিটার্নে যে কোনো কিছুকে ত্যাগ করার সাহস রাখে, এই রকম ত্রিমূর্তি শিব বাবার

জন্ম-সাথী, ব্রাহ্মণ আত্মাদেরকে অলৌকিক জন্মদিনের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর অভিনন্দন । বাপদাদার বিশেষ শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে নমস্কার।

বরদানঃ- জ্ঞান, গুণ আর শক্তি রূপী ঐশ্বর্যের (খাজানা) দ্বারা সম্পন্নতার অনুভবকারী সম্পত্তিবান ভব

যে বাচ্চাদের কাছে জ্ঞান, গুণ আর শক্তির ঐশ্বর্য রয়েছে, তারা সদা সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট থাকে। তাদের কাছে অপ্রাপ্তির নাম নিশানও থাকে না। সীমিত ইচ্ছা গুলির অবিদ্যা হয়ে যায় । তারা দাতা হয়ে থাকে । তারা সীমিত অর্থাৎ জাগতিক ইচ্ছা বা প্রাপ্তির পিপাসু হয় না। তারা কোনো কিছুই চাইতে জানে না। এই রকম সম্পন্ন আর সন্তুষ্ট বাচ্চাদেরকেই সম্পত্তিবান বলা হয় ।

স্লোগানঃ- ভালবাসায় সদা লভলীন থাকো তবে পরিশ্রম অনুভব হবে না ।

সূচনাঃ - আজ অন্তরাষ্ট্রীয় যোগ দিবস, তৃতীয় রবিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৭.৩০ পর্যন্ত সকল ভাই বোন যোগ অভ্যাসে সকল আত্মাদের প্রতি এই শুভ ভাবনা রাখবেন যে - সকল আত্মাদের কল্যাণ হোক, সকল আত্মারা সত্য মার্গে চলে পরমাত্ম সম্পদের অধিকার প্রাপ্ত করে নিক। আমি বাবার সমান সকল আত্মাদেরকে মুক্তি জীবনমুক্তির বরদান প্রদানকারী আত্মা। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;